দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 FEB 2013
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

শাহবাগ আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে কালো পতাকা উত্তোলন না করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা হবে
-শিক্ষামন্ত্রী

□ স্টাফ রিপোর্টার

যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়ে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেনি সরকার তাদের তালিকা তৈরি করবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাহবাগের জাগরণের ডাকে সাড়া দেয়নি, জাতীয় সংগীত কণ্ঠে নিয়ে জাতীয় পতাকা পৃ: ১৫ ক: ১

সংহতি জানিয়ে কালো পতাকা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ওড়ায়নি, সেসব প্রতিষ্ঠানের তালিকা করবে সরকার। গতকাল (সোমবার) সচিবালয়ে নিজ দফতরে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে শাহবাগে চলমান আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সংগীত গায় শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও এ কর্মসূচিতে সমর্থন দেয়া হয়। তবে কিছু প্রতিষ্ঠানে রোববার পতাকা ওড়েনি বলে অভিযোগ ওঠে।

ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার খুন হওয়ার প্রতিবাদে গতকাল সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো ব্যাজ ধারণেরও কর্মসূচি দেয় শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ। একই সঙ্গে জামায়াতের ডাকা সোমবারের হরতাল প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানানো হয়। শিক্ষামন্ত্রীও রোববার জানান, হরতালেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে।

হরতালের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস চলার পর মন্ত্রী বলেন, জামায়াতে ইসলামী জাতির বিরুদ্ধে হরতাল দিয়েছে। তাই প্রথমবারের মতো আমি দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল-কলেজে আসার জন্য বলেছি। হরতালে কোনো শিক্ষার্থীরই কোনো ক্ষতি হয়নি। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। মন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসায় নাহিদ তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ক্লাস হয়েছে। অধিকাংশ স্কুলে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। ভবিষ্যতে অন্য হরতালেও শিক্ষার্থীদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার আহ্বান জানানো হবে কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, হরতালের ধরন বুঝে দেখা যাবে। সব হরতাল তো আর এক না। তিনি বলেন, ছাত্রশিবিরের কর্মীরা আত্মঘাতী ও বিভ্রান্তিমূলক পথে যাচ্ছে। তারা মূল ধারায় ফিরে আসবে বলে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে সংহতি জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জামায়াত-শিবির কিছু সংখ্যক তরুণদের মাথা ধোলাই করেছে। গণজাগরণমঞ্চে উপস্থিত হয়ে তরুণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এখনো সময় আছে, তোমরা এই তরুণদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করো। তা না হলে এই বাংলার মাটিতে তোমাদের জায়গা হবে না। তিনি বলেন, আজ আপনারা আবার যে '৭১-এর চেতনায় জেগে উঠেছেন তা বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। আমিও এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেছি। কিন্তু ৪০ বছর ধরে স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারিনি। রাজাকারদের বিচারের দাবিতে তরুণ প্রজন্ম আজ যেভাবে জেগেছে, তাতে তারা বিজয়ী হবেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী উপস্থিতি কম: জামায়াতের ডাকা হরতাল প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয় শিক্ষামন্ত্রী ও শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ থেকে। শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয় হরতালের মধ্যেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব চিত্র ছিলো ভিন্ন। হরতালে সব সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও থাকে না শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি। ব্যতিক্রম ঘটেনি গতকালকের হরতালেও। সকাল থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়েনি। হাতেগোনা কিছু শিক্ষার্থী ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসেননি। গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয়, আনন্দময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, কমার্স কলেজ, মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মিরপুরসহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা যায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল খুব কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য দিনে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সকাল থেকেই বেশি থাকলেও গতকাল দুপুর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন, ব্যবসায় শিক্ষা ভবন, কার্জন হলে গিয়ে দেখা যায় ক্লাসরুম শিক্ষার্থী শূন্য। তবে দু'একটি বিভাগের দু'একটি করে ক্লাস হয়েছে বলেও জানা যায়। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বাইরে যেসব শিক্ষার্থী থাকেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারেননি। একদিকে ভীতিকর অবস্থা অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস সার্ভিস না থাকায় তারা আসতে পারেননি বলে অনেকেই জানান। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের চিত্র দেখা যায়। এছাড়া ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজসহ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল অনেক কম। সিটি কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির সংখ্যা তেমন ছিল না। হরতালে জামায়াতের তাণ্ডব ও সংঘর্ষের ভীতি থেকেই অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের রাস্তায় বের হতে দেননি বলে অনেক অভিভাবক জানান।